সংবাদ।

তারিখ ২২।৭।৮৮
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

102

দেবেন্দ্র কলেজে শিক্ষক নেই কেন

খবরটি ছোট। চোখে পড়ার মত নয়। ভিতরের পাতায় নেহাৎ দায়সারাগোছের মত করে খবরটি পরিবেশিত হয়েছে :- মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজে ৩২টি শিক্ষকের পদ খালি আছে।

গত দেড় বছর ধরে ৩২ জন শিক্ষক নেই। তবু সরকারী কলেজটিতে শিক্ষাদান চলছে। সে শিক্ষার হাল কি রকম তা সহজেই অনুমান করা যায়। এছাড়া কলেজের বিভিন্ন বিভাগে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কিছু পদ খালি আছে।

দেবেন্দ্র কলেজে কেন শিক্ষক নেই দীর্ঘদিন যাবৎ, খবরে সে সম্পর্কে কিছু নেই। শুধু এটুকু জানা গেছে, কলেজটি সরকারী আওতায় আনার পর থেকেই শিক্ষকদের ওই পদগুলো খালি পড়ে আছে।

যেখানে কলেজগুলো থেকে সরকারীকরণের দাবী ওঠে, সেখানে কলেজটি সরকারী কলেজে পরিণত হওয়ার পর এই অঘটন কেন ঘটল, তা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে বৈকি।

এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা বা অনুমানের কথা থাক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কলেজটির এই অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন ধরে নিতে পারি। আর যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কে অজ্ঞতা স্বীকার করে তবে জিজ্ঞাসা করতে হয়, তারা কী কাজ করেন।

দেশে তো বেকারের সংখ্যা সরকারী একজন কর্মকর্তার মতে ২ কোটি ৮০ লাখ। এই বিপুল বেকার বাহিনীর কেউই দেবেন্দ্র কলেজে কোনরূপ কাজকর্মের চেষ্টা করেননি এটাই বা কিভাবে সম্ভব। দেশে কি শিক্ষকের অভাব পড়েছে ; না, এর ভিতরে অন্য কিছু আছে।

সরকার তো বলেন যে, শিক্ষা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেখানে কলেজে শিক্ষক নেই, তাও একটা দু'টি পদ খালি নয়। ৩২টি পদ খালি রয়েছে। সরকার দেবেন্দ্র কলেজে শিক্ষক নিয়োগ না করে কলেজটি চালু রেখে কেন অর্থ ঢালছেন, সে কথাও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি খোলাসা করে বলে ফেলেন তবে ভাল।

আসলে সরকারী প্রশাসনযন্ত্র স্থবির হয়ে পড়েছে। উপরের দিকে মনোরঞ্জনের জন্য ছুটোছুটি, নিজেদের সম্পর্কে তত্ত্ব-তালাশ ও তদ্বির চলছে মনে হয়। নতুবা এ উদাসীনতা কেন ? শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কি হাল দাঁড়িয়েছে ? তা জানারও গরজ নেই। কাউকে জানানোরও উদ্যোগ নেই।

সবটাই গড্ডালিকাপ্রবাহে চলছে। এ অবস্থা কি চলতেই থাকবে তাই এখন ভাববার বিষয় ; অভিযোগ অনুযোগ করে লাভ নেই। নিশ্চয়ই কলেজটির কর্মকর্তাগণ ও ছাত্ররা এ অবস্থাটি সরকারের নজরে এনেছেন। এতে যখন তাদের টনক নড়েনি, তখন তাদের সজাগ করে, এমন সাধ্য কি কারুর আছে।